মেহেরপুরে জেলা কমান্ড্যান্টের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, মেহেরপুরের বিভিন্ন উপজেলার কর্মকর্তা-কর্র্মচরী, ভাতাভোগী সদস্য-সদস্যা ও ইউনিয়ন দলনেতা/দল নেত্রীদের সাথে নব যোগদানকৃত জেলা কমান্ড্যান্ট প্রদীপ চন্দ্রদত্ত এর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার জেলা কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কমান্ড্যান্ট প্রদীপ চন্দ্রদত্ত তার বক্তব্যে বলেন, জেলা কমান্ড্যান্ট বাহিনীর সুনামকে বৃদ্ধি কল্পে অধিকতর তৎপর হওয়া এবং অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালনের মাধ্যমে জেলার কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নে সকলের সহযোগিতার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এছাড়াও গতকাল ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাহিনীর মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা ও গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ সম্পর্কে উক্ত সভায় সকলকে অবহিত করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সার্কেল অ্যাডজুটান্ট মোঃ আল-মামুন, মুজিবনগর উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা মোঃ মিরাজুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, সদর উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) টিআই ফেরদৌসী বানু প্রমুখ।

ঝিনাইদহে মাদকসহ ২ ব্যবসায়ী আটক

ঝিনাইদহের মহেশপুর থেকে বিপুল পরিমান মাদকসহ ২ মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল রবিবার রাতে উপজেলার সীমান্তবর্তী গুড়দহ বাজার এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়। আটককৃত মাসুম মোড়ল ও ইমরান নাজিরের বাড়ি যশোর জেলায়।

সোমবার দুপুরে ঝিনাইদহ পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে পুলিশ সুপার আজিম-উল-আহসান সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জানান, মাদকদ্রব্য উদ্ধার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে পুলিশ চেকপোষ্ট বসিয়ে নিয়মিত সন্দেহভাজন যানবাহন ও ব্যক্তিদের তল্লাশী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় গেল রাতে মহেশপুর উপজেলার গুড়দহ বাজারে চেকপোষ্ট পরিচালনা কালে সন্দেহভাজন একটি মাইক্রোবাস গতিরোধ করে তল্লাশী করা হয়। সেসময় গাড়ির পেছনে ৩ টি বস্তার ভেতর থেকে ৪০৬ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়। গাড়িসহ যার আনুমানিক মূল্য ২১ লাখ ২৫ হাজার টাকা। আটককৃত আসামীদের বিরুদ্ধে মহেশপুর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে মামলা করা হয়েছে।

সেসময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইমরান জাকারিয়া, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অবস) রাজু আহমেদ, সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মীর আবিদুর রহমান, ডিবি ওসি শাহীন উদ্দিন।

দামুড়হুদায় কন্যা হত্যার আসামি পিতা আটক

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের বাঘাডাঙ্গা গ্রামে কন্যা হত্যার পাষণ্ড পিতা আজিজুল হক ভারতে পালিয়ে যাওয়ার সময় বিজিবির হাতে আটক হয়েছে ।

আজ সোমবার কার্পাসডাঙ্গার চাকুলিয়া সীমান্ত থেকে সকাল ৮টার সময় ৮৭এর ৩ আর থেকে বিজিবির ল্যান্স নায়েক মোঃ শাহিন আলমের নেতৃত্বে আটক করে বিজিবি সদস্যরা। পরে কার্পাসডাঙ্গা ফাঁড়ি পুলিশের কাছে হস্থানন্তর করে ঠাকুরপুর বিওপি ক্যাম্পের কমান্ডার নায়েক সুবেদার কাজি আজাদ।

উল্লেখ্য দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় ঘুমন্ত মেয়ে মর্জিনা খাতুনকে কুপিয়ে হত্যা করে বাবা আজিজুল হক। শনিবার রাত দেড়টার দিকে উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের বাঘাডাঙ্গা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহতের বোনের ছেলে হোসেইন বলেন, সন্ধ্যায় সমিতি থেকে নেয়া ঋণের কিস্তির টাকা দেওয়া নিয়ে বাবা আজিবার মণ্ডলের সঙ্গে মর্জিনা খাতুনের বাগবিতণ্ডা হয়। এরই জেরে রাত দেড়টার দিকে ঘুমন্ত অবস্থায় মেয়েকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করেন আজিজুল হক। একপর্যায়ে বাড়ির একটি গর্তে ফেলে রাখেন। এ সময় মর্জিনার চিৎকারে তার মেয়ে রোকসানা ছুটে এলে তাকেও এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করেন আজিজুল। পরে দুজনকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে মর্জিনাকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, মর্জিনা খাতুনকে হাসপাতালে মৃত অবস্থায় নিয়ে আসা হয়েছিল। তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে। রোকসানার দুই হাত জখম হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (এসআই) ইমরান। তিনি বলেন, ঘটনার পরেই পালিয়েছেন অভিযুক্ত আজিজুল হক। তাকে আটকের চেষ্টা চলছে।

যুক্তরাষ্ট্রের কারাগারগুলো ‘দাসপ্রথার বর্তমান রূপ’: জাতিসংঘের প্রতিবেদন

খুব বেশি না, এক তথ্যে তোলপাড় হয়ে গেছে বিশ্ব। সন্তান প্রসবের সময়ও বন্দি কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয় যুক্তরাষ্ট্রের কারাগারগুলোতে। আর পুরুষদের অমানবিকভাবে শ্রমে বাধ্য করা হয়। বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার রক্ষার স্লোগান দিয়ে বেড়ানো দেশ যুক্তরাষ্ট্রের কারাগারের এই চিত্র উঠে এসেছে জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে। রয়টার্সে প্রকাশিত এই প্রতিবেদন প্রশ্ন জাগায়- যে দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়, সেই দেশ অন্য দেশে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় চোখ রাঙায়?

প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনে যুক্তরাষ্ট্রের কারাবন্দিদের পরিস্থিতিকে

‘মানুষের মর্যাদার প্রতি সুস্পষ্ট অবমাননা’ হিসেবে বর্ণনা করে ‘পদ্ধতিগত বর্ণবাদী’ বিচার ব্যবস্থা সংস্কারের আহ্বান জানান মানবাধিকার বিশেষজ্ঞরা। এপ্রিল ও মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রের পাঁচটি শহরের ১৩৩ জন ব্যক্তির সাক্ষ্য এবং পাঁচটি ডিটেনশন সেন্টার পরিদর্শন করে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে এই প্রতিবেদন।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কারাগারগুলোতে বন্দি কৃষ্ণাঙ্গদের মানবেতর অবস্থায় দিনযাপন করতে হয়। সন্তান প্রসবের সময়ও বন্দি নারীদের শিকলে বেঁধে রাখা হয়। এ কারণে ভূমিষ্ঠ শিশুরা অনেক সময়ই মারা যায়। কেবল কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের সঙ্গেই এমন ঘটনা ঘটেছে। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের কারাগারের অবস্থা নিয়ে গত কয়েক দশক ধরেই উদ্বেগ ছিল। যেসব কারাগারের রেকর্ড খারাপ, সেগুলো সংস্কার বা বন্ধ করে দেওয়ার দাবি দীর্ঘদিন ধরেই করে আসছিল মানবাধিকার সংগঠনগুলো।

জাতিসংঘ নিযুক্ত তিনজন বিশেষজ্ঞের তৈরি করা এই প্রতিবেদনে যুক্তরাষ্ট্রের কারা কর্তৃপক্ষের জন্য ৩০টি সুপারিশও করা হয়েছে। সে সঙ্গে আফ্রিকান বংশোদ্ভূত কারাবন্দিদের ক্ষতিপূরণের দেওয়ার জন্য একটি নতুন কমিশন গঠনের আহ্বানও রয়েছে।

চলুন দেখে আসি তারা লুইজিয়ানার এক কারাগারের বন্দিদের বিবরণ কীভাবে দিচ্ছেন। সেখানে বলা হয়েছে, হাজার হাজার কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ বন্দিকে ক্ষেতে কাজ করতে বাধ্য করা হয়। ঘোড়ার পিঠে বসে থাকা কোনো শ্বেতাঙ্গ তাদের নজরদারিতে রাখেন, যেমনটি দেখা যেত দেড়শ’ বছর আগে। লুইজিয়ানার ‘কুখ্যাত’ অ্যাঙ্গোলা কারাগারের এই পরিস্থিতিকে ‘দাসপ্রথার বর্তমান রূপ’ হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে প্রতিবেদনটিতে।

সেখানে এখনও আছে নির্জন কারাবাস। নির্জন কারাবাসের ব্যাপক ব্যবহার নিয়েও শঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিন বিশেষজ্ঞ। প্রতিবেদনে তারা জানান, আফ্রিকান বংশোদ্ভূত কয়েদিদের নির্বিচারে নির্জন কারাবাসে রাখা হচ্ছে। মানবাধিকার বিশেষজ্ঞদের কাছে এক কৃষ্ণাঙ্গ বন্দি বলেন, টানা ১১ বছর তাঁকে নির্জন কারাবাসে রাখা হয়। তিন বিশেষজ্ঞের একজন হুয়ান মেন্দেজ বলেছেন, ‘আমাদের গবেষণার ফলাফলগুলো অতি দ্রুত বর্তমান এই অবস্থার ব্যাপক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার দিকে নির্দেশ করে। আমরা বেশকিছু সুপারিশ দিয়েছি।’

রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, জেনেভায় যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক মিশন এই প্রতিবেদন সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি।

ফেডারেল ব্যুরো অব প্রিজন বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের কারাগারগুলো বন্দিদের পাশাপাশি কর্মচারি এবং জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আলমডাঙ্গায় গ্রাম্য চিকিৎসক হত্যা মামলার মূল রহস্য উদঘাটন;গ্রেফতার-২

চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গায় পূর্বশত্রুতার জের ধরে গ্রাম্য চিকিৎসক তৌহিদুল ইসলামকে হত্যা মামলার মূলরহস্য উদঘাটন সহ ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানাধীন ডম্বলপুর-মাধবপুরে সংযোগ ব্রিজের উত্তর-পূর্ব পিলারের সাথে সাদা গেঞ্জি দিয়ে মুখ বাঁধা, গলায় লাল রঙের গামছা পেঁচানো, গলায় রশি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় কুমার নদীতে অর্ধডুবন্ত অবস্থায় লাশের সংবাদ পেয়ে শুক্রবার সকাল সাড়ে নয়টার সময় গ্রাম্য চিকিৎসক চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গা থানার ডম্বলপুর গ্রামের মোঃ মকবুল হোসেনর ছেলে তৌহিদুল ইসলাম(৪২) কে মৃত অবস্থায় লাশ উদ্ধার করে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ।

এ সংক্রান্তে আলমডাঙ্গা থানায় ভিকটিমের স্ত্রী মোছাঃ বিউটি খাতুন বাদী হয়ে আসামী ১) মোঃ জীবন হোসেন(২২), পিতা-মোঃ সানোয়ার হোসেন, ২) মোঃ সানোয়ার হোসেন(৫০), পিতা-মৃত খেলাফত মন্ডল, সাং-মাধবপুর, থানা-আলমডাঙ্গা, জেলা-চুয়াডাঙ্গাসহ অজ্ঞাতনামা ৬/৭জন আসামীর বিরুদ্ধে রবিবার আলমডাঙ্গা থানার মামলার নং-০৩ ধারা-৩০২/২০১/১১৪/৩৪ পেনাল কোড দায়ের করেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুনের নির্দেশনায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম)-এর তত্ত্বাবধানে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মোঃ আনিসুজ্জামান -এর নেতৃত্বে আসামী গ্রেফতার ও হত্যা মামলার মূলরহস্য উদঘাটনের জন্য ডিবি ও

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের একাধিক টিম তাৎক্ষণিকভাবে মাঠে নামে। তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় মামলা রুজুর ০৩ ঘন্টার মধ্যে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা থানার বিভিন্ন জায়গায় অভিযান পরিচালনা করে রবিবার দুপুর দেড়টার বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে শুক্রবারের প্রথম প্রহরে এজাহারনামীয় আসামীদ্বয়কে গ্রেফতার করা হয়। নিবিড় জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতারকৃত আসামীদ্বয় হত্যার সাথে সরাসরি জড়িত বলে স্বীকার করে।

আসামীদ্বয়কে জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, ভিকটিম তৌহিদুল ইসলামের কন্যা তামান্না খাতুনের সাথে ১নং আসামী জীবনের গত দুই মাস পূর্বে পরিবারের অসম্মতিতে পালিয়ে বিবাহ হয়। এ সংক্রান্তে ভিকটিম আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে একটি অপহরণ মামলা দায়ের করে। বিবাহের পর থেকে ভিকটিমের মেয়েকে আসামীরা বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করে। ভিকটিমের মেয়ে নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে আসামীর বাড়িতে বিষ পান করে। বর্ণিত বিষয়ে ভিকটিম ও আসামীদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ হয়। ১নং আসামী জীবন ও ২নং আসামী সানোয়ারকে ভিকটিম ও তার পরিবার অপমান-অপদস্থ করে। অপমানের প্রতিশোধ নিতে মরিয়া হয়ে ওঠে আসামীদ্বয়। আসামীদ্বয়ের (পিতা ও পুত্র) পরিকল্পনা অনুযায়ী ভিকটিমকে কৌশলে মাধবপুর এলাকায় ডেকে নিয়ে যায়। ডম্বলপুর-মাধবপুর সংযোগ ব্রিজের নিকট পৌঁছালে ২নং আসামী সানোয়ার গতিরোধ করে এবং ১নং আসামী পিছন থেকে গলায় গামছা ও মুখের ভিতরে সাদা গেঞ্জি ঢুকায়ে শ্বাসরোধ করে। শ্বাসরোধ করে হত্যা নিশ্চিত করে ঘটনা অন্যদিকে প্রবাহিত করার জন্য ভিকটিমের গলায় রশি দিয়ে ব্রিজের রেলিংয়ের সাথে ঝুলিয়ে দেয়। আসামীদ্বয়কে আদালতে সোপর্দ করা হয়। ১নং আসামী স্বেচ্ছায় দোষ স্বীকার করে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদান করে।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের

অভিযানে ট্যাপেন্টাডল ও মদসহ আটক ৪

আলমডাঙ্গা থানাপুলিশের পৃথক অভিযানে চোলাই মদ ও ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ ৪ জনকে আটক করেছে পুলিশ। আজ রবিবার দিবাগত রাতে থানাপুলিশ অভিযান চালিয়ে কামালপুর ও পারকেষ্টপুর গ্রাম থেকে এসব মাদকদ্রব্য উদ্ধার করে।

আটকৃতরা হলেন- পৌর এলাকার বাবুপাড়ার মৃত ইফতেখারুল কাওনাইনের ছেলে সুষম কাওনাইন (৩৬)। এছাড়াও যশোর কোতয়ালী থানার খোলাডাঙ্গা ধর্মতলা এলাকার দুধ কুমার বিশ্বাসের ছেলে বিপুল কুমার দাস (২৮), চুয়াডাঙ্গার মুক্তিপাড়ার সুবল সর্দারের ছেলে শুভ্রদেব (২৫), আলমডাঙ্গা উপজেলার আলিহাট নগরের মহির উদ্দিনের ছেলে ফরিদ হোসেন (৩২)। পৃথক অভিযানে ৩শ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট ও ২৫ লিটার চোলাই বাংলা মদ উদ্ধার করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানাযায়, উপজেলার কামালপুর গ্রামে মাদকদ্রব্য ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট বিক্রি হচ্ছে। এমন গোপন সংবাদ পায় পুলিশ। তথ্যের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানাপুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালায়। এসময় কামালপুর গ্রাম থেকে সুষম কাওনাইনকে আটক করে। তার শরীর তল্লাশী করে ৩শত পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করে।

এদিকে, শনিবার মধ্য রাত ১১ টার দিকে মুন্সিগঞ্জের পারকেষ্টপুর হতে আলমডাঙ্গায় চোলাই মদ পরিবহনের গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদক বিরোধী অভিযান চালায় পাঁচকমলাপুর ফাঁড়ি পুলিশ। এসময় পারকেষ্টপুর ব্রিজ নিকট পুলিশ চেকপোস্ট বসায়। দ্রুত গতির এ্যাপাসি আরটিআর মোটরসাইকেল গতিরোধ করে। তাদের নিকটে থাকা ২৫ লিটার চোলাই মদ ও একটি ব্যবহৃত মোটরসাইকেল জব্দ করে।

দামুড়হুদায় মাদক বিরোধী অভিযানে আটক ৩

দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ মাদক বিরোধী পৃথক পৃর্থক স্থানে অভিযান চালিয়ে গাঁজা ও ইয়াবা ট্যবলেটসহ তিনজনকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। আটকৃরা হলো আতিকুল ইসলাম (৩০) ফকির পাড়া গ্রামের বদর উদ্দিনের ছেলে,আশরাফ (৩৫) গোবিন্দহুদা গ্রামের গোলাম হোসেনের ছেলে ও একই গ্রামের আক্কাস আলী(২৪) মৃত আঃ মজিদের ছেলে।

আজ রবিবার ফকির পাড়া ও গোবিন্দ হুদা বিল পাড়ায় থেকে তাদেরকে আটক করা হয়।

পুলিশ জানায়, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবীর এর তত্ত্বাবধানে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই মোঃ রিয়াজুল ইসলাম, এসআই মোঃ তৌহিদুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ফকির পাড়া গ্রামের বদর উদ্দিনের ছেলে আতিকুর রহমানকে আটক করেন। পরে তার দেহ তল্লাশী করে ৫ শত গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়। একই দিনে গোবিন্দ হুদা গ্রামের গোলাম হোসেনের ছেলে আশরাফ ও একই গ্রামের মৃত আব্দুল মজিদের ছেলে আক্কাস আলিকে আটক করেন। পরে তাদের দেহ তল্লাশী করে ৭০ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

তাদের বিরোদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় পৃথক পৃথক মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ তাদেরকে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানায় পুলিশ।

ঝিনাইদহের রাবেয়া ক্লিনিকের মালিককে এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড

ঝিনাইদহের রাবেয়া ক্লিনিকে চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম করায় ক্লিনিক মালিককে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা অর্থদন্ড করেছে র্যাব-৬ এর ভ্রাম্যমান আদালত।

গতকাল শনিবার ২টার সময়ে র্যাব-৬ (ঝিনাইদহ ক্যাম্প) এর একটি চৌকস আভিযানিক দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে যে, ঝিনাইদহ জেলার সদর থানাধীন আরাপপুর মোড়স্থ এলাকার রাবেয়া ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনোষ্টিক সেন্টারে দীর্ঘদিন যাবত অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে চিকিৎসা সেবা পদান করে আসছে। তারা মেয়াদউত্তীর্ণ রক্ত, গজ, ব্যান্ডেজ এবং বিভিন্ন চিকিৎসার সরঞ্জামাদি ব্যবহার ও বিক্রয় করে আসছে। ফলে জনসাধারনের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পরছে।

প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে র্যাব-৬ (ঝিনাইদহ ক্যাম্প) এর একটি চৌকস আভিযানিক দল, কোম্পানী কমান্ডার, স্কোয়াড্রন লীডার, মোঃ ইশতিয়াক হোসাইন ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (এসিল্যান্ড), এস এম নুরুন্নবী এর সহযোগীতায় ঝিনাইদহ জেলার সদর থানার আরাপপুর মোড়স্থ এলাকায় রাবেয়া ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনোষ্টিক সেন্টারে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যাবস্থাপনা পরিচালক, মো: মেহেদী হাসান (২৫) কে নগদ এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে ০৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়। জরিমানার অর্থ সংশ্লিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানটি সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় মাদক মামলায় একজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গায় মাদক মামলায় একজনের যাবজ্জীবন সেই সঙ্গে ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায় আরো ৩ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ-২ আদালতের বিজ্ঞ বিচারক মাসুদ আলী। রবিবার (১ অক্টাবর) দুপুরে এ রায় ঘোষনা করা হয়।

কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী হলো চুয়াডাঙ্গা সদর উপজলার আলুকদিয়া গ্রামের রবিউলের ছেলে লালন।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০২১ সালের ৬ জুন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার আলুকদিয়া গ্রামের রবিউলের ছেলে লালনকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্টরা ৮৪ পিস বুপ্রেনরফাইন এ্যাম্পুলসহ আটক করে। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের

এসআই আবুল কালাম আজাদ বাদী হয়ে ২ জনকে অভিযুক্ত করে সদর থানায় মামলা দায়ের করেন। পুলিশ তদন্ত শেষে ২ জনকে আসামী করে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। স্বাক্ষী গ্রহণ শেষে সন্দেহতীতভাবে প্রমানিত হওয়ায় এ রায় ঘোষণা করা হয়। দুই জন আসামীর মধ্য লালনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হলেও অপর আসামী আযুব আলীক বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে।

খালেদা জিয়ার বিদেশে যাওয়ার আবেদনে আইন মন্ত্রণালয়ের ‘না’

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিদেশে যাওয়ার আবেদন নাকচ করে দিয়েছে আইন মন্ত্রণালয়। রোববার (১ অক্টোবর) দুপুরে বিষয়টি জানানো হয়। মন্ত্রণালয় বলছে, ‘বিদেশে যেতে হলে আগে জেলে গিয়ে আদালতে আবেদন করতে হবে।’

সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে আইনমন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের কাছে আইনি মতামতের জন্য খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসার বিষয়ে আবেদন এসেছে। আমরা সেটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি।’

প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক বক্তব্য প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘৪০১ ধারা অনুযায়ী যদি কোনো সরকার নির্বাহী আদেশ দেন, তবে সেটা আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যায় না। সেক্ষেত্রে তাকে আবার জেলে যেতে হবে। তারপর আদালতে আবেদন করতে হবে।’

একই দিন দুপুর ১২টার দিকে রাজধানীর বিচার প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এক প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী যেটা বলেছেন, সেটা হলো আইনের অবস্থান। আমি মনে করি সেটা সঠিক। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন যে খালেদা জিয়ার আগে নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ ধারার ক্ষমতাবলে সাজা স্থগিত করেছেন ও শর্তযুক্তভাবে প্রধানমন্ত্রীর মহানুভবতার কারণে তাকে মুক্তি দিয়েছেন। এটা এখন পাস্ট অ্যান্ড ক্লোজ ট্রানজেকশন। এখন এটা ওপেন করার কোনো উপায় নাই আইনগতভাবে। এটা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন। সেটাই

আইনের অবস্থানই।’

এর আগে নিউ ইয়র্ক সফরকালীন ভয়েস অব আমেরিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানিয়েছিলেন, ‘বিদেশে চিকিৎসা নিতে হলে আগে তাকে (খালেদা জিয়া) আবার জেলে যেতে হবে।

সূত্র: ইত্তেফাক